যুগান্তর

07 MAR 2017

আলটিমেটাম মানছে না ৩৯ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

ফের সময় দেয়া হচ্ছে

ইউজিসিতে আজ বৈঠক

যুগান্তর রিপোর্ট

স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়া নিয়ে মন্ত্রণালয়ের আলটিমেটামকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে বেসরকারি ৩৯ বিশ্ববিদ্যালয়। তারপরও বন্ধ করা বা আইনানুগ ব্যবস্থা কোনোটিই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নেয়া হচ্ছে না। বরং এদের বারবার সময় দিয়ে চলছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জানা গেছে, ষষ্ঠবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সময় দিতে যাচ্ছে মন্ত্রণালয়।

বিষয়টি নিয়ে আজ দুপুর একটায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) বৈঠক হবে। এতে সভাপতিত্ব করবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের কর্মকর্তা এবং ইউজিসি চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

জানতে চাইলে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান যুগান্তরকে বলেন, 'আলটিমেটামের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে বৈঠক হবে। আগেভাগে শাস্তিমূলক কোনোকিছু চিন্তা করা হয়নি। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধান্ত দেবেন। আমরা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হালনাগাদ অবস্থার ওপর একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছি। সেটা বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে।'

স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সর্বশেষ গত বছর জানুয়ারি মাসে ৩৯ বিশ্ববিদ্যালয়কে আলটিমেটাম দিয়েছিল। চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারি আলটিমেটাম শেষ হয়। আলটিমেটামে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তিন ক্যাটাগরি করা হয়। ক্যাটাগরির একটি হচ্ছে, যেগুলো জমি কেনেনি সেগুলো স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে না পারলে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দেয়া হবে। দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে ছিল, জমি কিনেছে এবং ভবনাদি নির্মাণাধীন আছে; এগুলোর বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে। তৃতীয় ক্যাটাগরিতে ছিল, জমি কিনেছে কিন্তু ভবনের কাজ শুরু করেনি; ভবনের নকশা অনুমোদনসহ অন্য কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় এক বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে না পারলে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের পাশাপাশি আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে। আরেক ক্যাটাগরিতে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়া ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়কে 'ধন্যবাদ' পত্র দেয়া হয়।

এর আগে এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে চার দফায় আলটিমেটাম দিয়েছিল সরকার। প্রথমে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে 'রেড এলার্ট জারি' করা হয়। সে অনুযায়ী ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা ছিল। তখন অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার উদ্যোগই নেয়নি। পরে দ্বিতীয় দফায় ২০১২ সালে, তৃতীয় দফায় ২০১৩ সালে, চতুর্থ দফায় ২০১৫ সালের জুনে আলটিমেটাম দেয়া হয়। এখন ফের সময় দিলে তা হবে ষষ্ঠ দফা।

বারবার এভাবে আলটিমেটাম বর্ধিত করা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি আলাপকালে যুগান্তরকে বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি আছে। তাই চাইলেও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে পারছি না। কিন্তু এবার আর কেউ রেহাই পাবেন না। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। দেশে অনুমোদিত ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৮০টির কার্যক্রম চালু হচ্ছে। বাকিগুলো

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

আলটিমেটাম মানছে না

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কার্যক্রম শুরু করেনি। মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় ৫৬টি। অবৈধ কর্মকাণ্ডের দায়ে এর মধ্যে ৫টির কার্যক্রম ২০০৬ সালে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে মামলা এবং সরকারি মহলের 'নমনীয়তায়' তিনটি ফিরে এসেছে। অপর ২টির ওপর এখনও স্থগিতাদেশ আছে। গত ১৬ জুলাই সরকার দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি বন্ধ ঘোষণা করে।